

বুয়েটে ভর্তি পরীক্ষার নয়া পদ্ধতি বাতিলের দাবী

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ৥ প্রকৌশল
বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষকরা
গতকাল (শনিবার) এক সাংবাদিক
সম্মেলনে স্থাপত্য বিভাগের ভর্তি পরীক্ষার
(২য় পৃষ্ঠায় ১-এর কঃ দঃ)

বুয়েটে ভর্তি পরীক্ষায়

(প্রথম পৃঃ পর)

নয়া পদ্ধতি বাতিলের দাবী জানাইয়াছেন।
জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এ সাংবাদিক
সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, ১৯৬২
সালে বুয়েট প্রতিষ্ঠার পর হইতে
'প্রকৌশল' এবং 'স্থাপত্য ও পরিকল্পনা'
অনুষদে সম্পূর্ণ পৃথক পদ্ধতিতে ভর্তি
পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু
৩৫ বছর পর অকস্মাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের
প্রচলিত নিয়ম ও আইন ভঙ্গ করিয়া দুইটি
ভিন্নমুখী অনুষদের জন্য বুয়েট একাডেমিক
কাউন্সিল সম্পূর্ণ অসামঞ্জস্য নিয়মে একক
ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি প্রচলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ
করে। স্থাপত্য বিভাগ এই নিয়ম ভঙ্গের
বিরুদ্ধে এবং স্থাপত্য বিভাগের জন্য একটি
স্বতন্ত্র ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তাব একাডেমিক
কাউন্সিলে প্রথম হইতেই লিখিত ও
মৌখিকভাবে দিয়া আসিয়াছে। বুয়েটের
ভিসি ও শিক্ষামন্ত্রীর নিকটও স্থাপত্য
বিভাগের শিক্ষকরা স্থাপত্য বিভাগের স্বতন্ত্র
ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তাব পেশ করেন। কিন্তু
একাডেমিক কাউন্সিল স্থাপত্য বিভাগের
শিক্ষকদের কোন আবেদন বা দাবী গ্রাহ্য
না করিয়া এই আপত্তিকর ভর্তি পদ্ধতির
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

লিখিত বক্তব্যে আরও বলা হয়,
স্থাপত্য একটি শিল্পকলা। তাই স্থাপত্য
শিক্ষার জন্য ভর্তিচ্ছুক কোন শিক্ষার্থীর শুধু
উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভাল ফলই যথেষ্ট
নয়, তাহার প্রয়োজন শিল্পমনস্কতা ও সুও
শৈল্পিক গুণাবলীর। আর প্রকৌশল ভর্তি
পরীক্ষায় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় যাহারা
উচ্চমানের নম্বর পায় তাহারাই অগ্রাধিকার
পায়। কিন্তু স্থাপত্য ফলাফলের গুরুত্ব
কম। উক্ত মৌলিক পার্থক্যের জন্যই
প্রকৌশল ভর্তি পরীক্ষার আদলে একটি
একক ভর্তি পরীক্ষা স্থাপত্য বিভাগের জন্য
সম্পূর্ণ অযোগ্য।

সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য
ব্যাখ্যা করেন স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষক ডঃ
শামসুল ওয়ায়েস। বক্তব্য রাখেন মীর
মোবাস্শের আলী, ডঃ শেখ আহসান উল্লাহ
মজুমদার, মোঃ ফয়েজ উল্লাহ, ফরিদা
নিলুফার প্রমুখ।

উল্লেখ্য, স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষকরা
নয়া ভর্তি পদ্ধতি পরিবর্তনের দাবীতে
কর্মবিরতি পালন করিয়া আসিতেছে। কিন্তু
কর্তৃপক্ষ একক পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা
গ্রহণে বদ্ধপরিকর।